চরিত্র-গাঁথা।

শ্রীসুশীল কুমার দাশগুপ্ত বি, এস্ সি।
প্রণীত ও প্রকাশিত।
শিক্ষক। কে এম ইউনিয়ন্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ মানপাশা,
বরিশাল।

১৩৩৮

প্রথম সংস্করণ

- :*:

প্রাপ্তিস্থান—
দত্ত ব্রাদার্স্ এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।
লাইন রোড, বরিশাল।

মূল্য ||০ আনা।

বরিশাল
দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীঅনন্ত কুমার সরকার দ্বারা মুদ্রিত

নিবেদন।

যাদের ভিতর দিয়ে পেয়ে মানব জীবন,
শৈশবে আদর যত্নে হলা'ম প্রতিপালন,
যৌবনে বৰ্দ্ধিত হ'য়ে
সুখে দুখে গা ভাসায়ে
শ্যামলা ধরণী ধামে করিতেছি বিচরণ,
সেই জনক জননী স্থবিরে
প্রণাম ক'রে আজি ভক্তি ভরে,
আমার এ কবিত্ব-গাঁথা করিলাম অর্পণ ;—
জোড় করে যাচিছে আশীষ সুশীল সন্তান।

বরিশাল
শ্রাবণ ১৩৩৮ সন

শ্রীসুশীল কুমার দাশগুপ্ত।



সূচী।

কবিত্ব-গাঁথা।

স্তোত্র।

* * * * *

আয় আয় আয়　　　আয় মা জননী
　　আয় মা নবীন সাজে।
নিজ কৃপাগুণে　　　আসিয়া বিজনে
　　বসমা হিয়ার মাঝে।
দেহ বিল্বদল　　　উৎসর্গ কেবল
　　দিব মা তোমার পদে।
প্রেম ফুল দিয়ে　　　তোমায় পূজিয়ে
　　বসাব হৃদয় রথে।
অশ্রুনীর দিয়ে　　　ও পদ দোয়ায়ে
　　পূজিতে বাসনা আছে।
সে বাসনা মাতঃ　　　পূরিতে সতত
　　তোমারি মুরলি বাজে।
সে ধ্বনি শুনিয়ে　　　যাই মা ধাইয়ে
　　ধরিতে পারি না হায়।
দেখা দিয়ে মাতঃ　　　চলে যাও দ্রুত
　　দেখেও দেখি না হায়।

তোমার মহিমা বুঝেও বুঝি না

অধম সন্তান আমি।

নিজ কৃপাগুণে দীন হীন জনে

দেখা দেও অন্তর্য্যামী।

পতি—হারা।

॥ ২ ॥

এসনা এসনা ধনি

আমোদিনী বিষাদিনী,

হৃদয়ে বিঁধিতে শেল এসনা সজনী।

কাঁদাইছ সদা মোরে

ভাসাইছ অশ্রুনীরে

আর কত ব্যথা দিবে জনম দুঃখিনী।

তুমি নও অভিমানী

না সুধালে আস জানি

বুঝেছি বাসিবে ভাল সারাটী জীবন।

যতই ভুলিতে চাই

স্মৃতিতে জড়ায়ে যাই

কেমনে ভুলিব তাই ভাবি অনুক্ষণ।

যত না ভুলিব মনে

ভাবি আমি প্রাণপনে

ভাবের তরঙ্গ তপ্ত করিছে পাগল।
পাবনা জীবন ধনে
রহিব নিরাশ প্রাণে
জীবন যৌবন হ'ল সকলি বিফল।
একা আমি ছিনু বেশ
তবে কেন পরমেশ
আনিয়া বাঁধিলে দুটী অচেনা হৃদয়।
দুদিন না যেতে যেতে
কেন তুমি স্বরগেতে
নিয়ে গেলে তারে প্রভু ফেলিয়া আমায়
কত সুখ কত আশা
কত স্নেহ ভালবাসা
জাগিছে হৃদয়ে পুনঃ নিভিছে নির্জ্জনে।
কত সুধা মাখা ভাষা
কতবা মধুর উষা
উদিছে হৃদয় পটে প্রতিক্ষণে ক্ষণে।
কত স্মৃতি কত কথা
কত মরমের ব্যথা
অশ্রুনীরে সিক্ত করে এপোড়া বয়ান।
কি পাপের দোষে হেন
হারায়েছি প্রাণধন
কেন কাটে অবহেলে আমার জীবন।

মাতা পিতা সব আছে
প্রানোপমা সখি আছে
সকলি আঁধার দেখি তোমার অভাবে
আমা প্রাণে ব্যথা দেছো
ফাঁকী দিয়ে চ'লে গেছো
ফেলিয়া আমায় এই বিপুল আহবে।
তেমনি চন্দ্রিকা হাসে
আকাশে নীরদ ভাসে
তেমনি শীতল ভাবে বায়ু ব'য়ে যায়।
তেমনি নক্ষত্র রাশে
সকলি তেমন আছে
কেবল তুমিই নাই অসার ধরায়।
গাছেতে ফুটিল ফুল
ধেয়ে এ'ল অলিকুল
সুবাস ছড়ায়ে স্নিগ্ধ বসন্ত আইল।
কতবর্ষ এল গেল
বসন্ত ফিরিয়া এল
হৃদয় বসন্ত মোর আর না ফিরিল।
এত ক'রে পুষেছিনু
কত যত্নে রেখেছিনু
হৃদয় পিঞ্জরে ক'রে আবদ্ধ তোমায়।
তবু তুমি খাঁচা ভেঙ্গে

উড়ে গেছো প্রাণ পনে
বিষম বিষাদে ফেলে আমারে ধরায়।
ভুলে কারো মিষ্টস্বরে
আমাকে কি ঘৃণা ক'রে,
নবীন পিঞ্জরে গিয়ে ল'য়েছ আশ্রয় ?
ফেলিয়ে অগাধ জলে
তুমি কিন্তু চলে গেলে
অভাগিনী না লইলে দিয়ে পদাশ্রয়।
ডুবিলেও ভাল ছিল
তাও কই প্রভু দিল
ভাসালো আমারে বিভু সংসার সাগরে।
সলিলে ঠেলিয়া দিয়া
ভেলাটী কাড়িয়া নিয়া
চলে গেলা প্রভু তুমি ফেলিয়া পাথারে।
মিটি মিটি ক'রে জ্বলে
সংসার সাগর কুলে
জীবন দীপটী মোর হইতে নির্ব্বাণ।
নিভিলেতো ভাল হ'তো
সব দুঃখ জুড়াইত
ডাকিতাম দয়াল বলিয়া ভগবান।
কিন্তু কই নির্ব্বাপিল
আমা প্রাণ জুড়াইল

বাড়িছে ক্রমশঃ শিখা দহিতে আমারে।
পোড়াইছে অনুক্ষণ
তাহে কই হৃষ্টমন
না জানি দহিবে কত এমতি আমারে।
কারে বা দোষিব বল
সকলি অদৃষ্ট ফল
তা না হ'লে ছিন্নবৃন্ত হ'ব কি কারণ।
কেন বা হারাব নিধি
কেন বাম হবে বিধি
কেন বা লুটাব ভূমে ফলের মতন।
ভুলে যাব মনে করি
ভুলিতে তো নাহি পারি
হৃদয় মন্দিরে আঁকা তার যে ছবি গো;
কষ্টদেয় বজ্রসম
তবু তিনি প্রিয় মম
তার মূরতি খানি ভুলিতে কি পারি গো।
ভুলে যদি যাব তবে
অহরহ কে কাঁদিবে
দিবানিশি কে জ্বলিবে বিরহ অনলে।
কাঁদিয়া আকুল হই
তবু কই তারে পাই
সকল ক্রন্দন মোর যায় ভেসে জলে।

পাখী যেটা পুষেছিলে
সেও কষ্টে অশ্রু ফেলে
আমি অৰ্দ্ধাঙ্গিনী হ'য়ে কেমনে ভুলিব।
মাতা পিতা গুরুজন
কাঁদে সবে অনুক্ষণ
তাদের চোখের জল কি বলে মুছাব।
কাজ নাই এ ভবেতে
লয়ে যাও হেথা হোতে
তোমার রাজ্যেতে প্রভু এই দুখিনীরে।
মায়াজালে জড়াইয়া
প্রাণেশ্বরে কাড়িনিয়া
যেওনা সংসার মায়ায় রাখিয়া মোরে।
কত কষ্ট ভুগি আমি
সব জান অন্তর্যামী
আর কাঁদাওনা হরি করি নিবেদন।
প্রিয়তম আছে যথা
ল'য়ে যাও মোরে তথা
আর না সহিতে পারি হৃদয় যাতন।

—*—

উদ্বেগ।

* ও *

মনব্যথা কারে কই।
(হায়রে) মনব্যথা কারে কই,
ঘরে থাকা বাহিরে আসা
কিছু না জ্বালা বই।
নিশীতে ছার পোকা কামড়,
বিছানা উপরে।
আমি কেমনে টিকিব বল,
ঘরের ভিতরে।
বাহিরেতে যত যাই
প্রাণ করে আই চাই
আমি কোথা গিয়ে সখা,
বল যাতনা জুড়াই।
একেতো দারুণ গ্রীষ্মে
ছট্‌ ফট্‌ করি;
ভ্যান ভ্যান মাছি ডাক
কেমনে নিবারি;
অহরহ হাহুতাস
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস
কেমনে ঘরের কোনে
মশার কামড় সই।

মায়া

* ও *

সংসার মরুতে
সতত ভ্রমিতে
যাতনা সহিতে
এসেছি ধরায়।
করিতেছি কত
পাপ অবিরত
ভ্রমিতেছি কত
মায়ার জালায়।
মায়াজাল অতি
চলে মন্দ গতি
বুঝিতে না পারি
উহার ব্যাদন।
কেমন সুন্দর
অতি মনোহর
রূপখানি তার
অতি বিমোহন।
সৌন্দর্য্য দেখিয়া
কর্ত্তব্য ভুলিয়া
চলি পিছু পিছু
চোরের মত।

অবশেষে মোরা
হ'য়ে দিশে হারা
সুপথ ছাড়িয়া
কুপথ ধরে
মায়ার কুহকে
পড়িলে বিপাকে
সর্বনাশ হয়
বড়।
সে নাশের কথা
শুনি পাই ব্যথা
ভয়ে হই মোরা
দর।
তবু ছুটি যাই
মায়া যথা ঠাঁই
মায়ার প্রভাব
এত চমৎকার।
পাপের সঙ্গিনী
মায়া কুহা
অত্যাশ্চর্য্য হয়
প্রভাব মায়ার
মায়ার সলিলে
কখন ডুবিলে

জ্ঞানী মূর্খ হয়,
বুদ্ধিমান মূঢ়।
ধনী হয় দুঃখী
সুজন অসুখী
সরল যে গতি
সেও হয় ক্রূর।
আলোক দেখায়ে
মোদের ভুলায়ে
ল'য়ে যায় মায়া
গভীর আঁধারে।
সে আঁধার হ'তে
পারি না উঠিতে
অবশেষে থাকি
চির অন্ধকারে।
এস তবে সবে
মায়ার প্রভাবে
ভুলিব না করি
যাচনা।
মায়ায় ভুলিলে
হৃদি যাবে জ্ব'লে
ঘুচিবে না ভব
যন্ত্রণা।

ষড়-রিপু।

* ৫ *

কি করি উপায় উদ্ভাবন।
(হায়) কি করি উপায় উদ্ভাবন।
আমার এমন সাধের মানব জনম
ব'য়ে গেল অকারণ।
ছাগরূপী কাম দুরাচার,
বাগানে ঢুকে নষ্ট করে (মোর)
সুকৃতি অনিবার।
শোনে না মানা আমার তারে,
কেমনে করি বারণ।
মহিষরূপী ক্রোধ দুর্জ্জয়,
সু[illegible] গুর পাতা সকল,
নিয়ে চেটে খায়।
সে এমনি দুরন্ত হয় যে,
কেমনে করি শাসন।
বিড়াল রূপী লোভ জ্বালায়,
আমি সতত চঞ্চল মতি,
কি যে নিয়ে যায়।
পাপ-সাগরে ডুবোয়, আর
রোগে করে নির্যাতন।

দেষরূপী মোহ দুরাচার
(আমায়) মায়ার মোহে মুগ্ধ করি,
সে রাখে অনিবার।
(আমি) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলই
হই বিস্মরণ।
মদরূপী উন্মত্ত বারণ।
আমার দিব্যজ্ঞানময় সত্ত্ব
করে হরণ।
(আমি) অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে সকলই
হই বিস্মরণ।
ব্যাঘ্ররূপী মাৎসর্য্য ভীষণ,
প্রাণীবধের মত করে সে,
অনিষ্ট সাধন।
পর-অমঙ্গলে রত, কিছুতে সে
শোনে না বারণ।
হে প্রভু করুণার আধার,
তুমি অধম সন্তানে কবে
করিবে উদ্ধার;
(হোতে) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ,
মাৎসর্য্যের আক্রমণ।

দীপ।

* ৬ *

দীপখানি জ্বালো।
আকাশ ভরা পাখীর গানে
ভিজিয়ে দিলে মধুর তানে
সুবাস মিশে বাতাস সনে
ছুটিল
কুবাসনা ছাড়িতে কে যেন
কানে ক'য়ে গেল
পাগল-করা বীণার তানে,
দীঘীর ধারে ফুলের বনে
পুলকমাখা নবীন সুরে
অলি গুঞ্জরিল।
যেন মন কোণে ক'য়ে গেল,
দীপখানি জ্বালো।
শাখা-মরমর আম্র বনে
ঢেউ তরতর উলু বনে
পাতায় পাতার ঘরষণে
বারতা ঘোষিল।
শুদ্ধ চিত্তে থাকিতে সতত
কে যেন বলিল।

থাকিস্ না আর অন্ধকারে
ঘুরিস্ কেন মায়ায় ঘিরে
মোহের বাঁধন ছিঁরে দেরে
মরমে পশিল।
যেন মন কোনে ক'য়ে গেল
দীপখানি জ্বালো।
পাপে মোর হৃদয় আঁধার
জীর্ণ হয়েছে বীণার তার,
বাজিবে কি বিবেক বাণী
আর মন মন্দিরে ?
দীপ জ্বালা আর হ'ল না,
পেলাম না ঈশ্বরে।
সে শক্তি হায় কোথায় পাব,
কেমনেই বা দীপ জ্বালাব,
ভীষণ আঁধার ঘুচাবো,
মন হৃদি অন্তরে।
হ'ল না দীপ জ্বালা মোর,
রৈতে হবে আঁধারে।
ভেবেছিলাম জ্বালবো আলো,
আঁধার হৃদয় হ'বে আলো,
ঘুচে যাবে মনের কালো,
যাব চির আলোকে।

ধন্য হবে নর জীবন
তব আলোক পাতে।
যৌবনের ঝড় ব'য়ে গেল,
সৌজন্য সাধুতা উড়াইল,
ভাল গুণগুলি নাশিল,
আছি তাই আঁধারে।
কেমনে জ্বালিব দীপ সে,
সদা ভাবি তাইরে।
সন্ধ্যা ছায়িল জীবন কোনে,
যৌবনের ঝড় গেল থেমে,
সদা জ্ঞান ধ্যান মোর,
কেমনে মিলিবে তাঁরে।
জ্বালাবো ধর্ম্মের আলো,
না থেকে পাপ আঁধারে।

বিরহাভিমান।

* ৭ *

দিও না ব্যথা।
(সখি) দিও না ব্যথা,
আমি অতি অভিমানী
দুখিনী ও বিষাদিনী

বিরহিনী হৃদয়ে ধনি
দিও না ব্যথা।
(সখি) দিও না ব্যথা।
শুনিব না তার নাম
কেন সখি গাও গান
কেন তুলে অই নাম
দেও মোরে ব্যথা।
দিও না ব্যথা,
(সখি) দিও না ব্যথা।
কোকিলের কুহু স্বরে
প্রাণমন লয় হ'রে,
ডেকোনা অমন করে
খাও মোর মাথা।
দিওনা ব্যথা।
(পাখী) দিওনা ব্যথা।
জ্যোস্না নিরব রাতে
নক্ষত্রের মালা হাতে
ছুটি যায় নাথের সাথে
করিতে দেখা।
মেটেনা ক্ষুধা,
(তার) পায়না দেখা।
নন্দনন্দী কুলু তানে

মাতোয়ারা বিভু নামে
তবু সখার সনে তারা,
পায়না দেখা।
আমি কিলো পাইব দেখা ?
শুনিব না সেই নাম,
কহিব না তার নাম,
কেন তুলে অই নাম,
দেও মোরে ব্যথা।
দিওনা ব্যথা,
(সখী) দিওনা ব্যথা।
গোপনে সঁপেছি প্রাণ
ত্যায়াগিছি কুলমান
তার কি এই প্রতিদান,
পেতেছি ব্যথা ?
(আর) ভাল বাসিবনা তারে
যে দেখা দেয় না মোরে
ফুলরাশি যাক্ ঝ'রে,
যাক্ মালা গাঁথা।
নিরবে এসেছি ভবে
নিরবে যাইতে হবে
মিটিবেনা আশা গলে
দিয়ে মালা-গাঁথা।
(হায়) ঘুচিবেনা ব্যথা।

আর সই অবিরাম
কোসুনে মধুর নাম
কেমনে বুঝিবে তার
অদর্শন ব্যথা।

প্রতিজ্ঞা করেছি মনে
ডাকিবনা প্রাণধনে
কেন মিছে ভোলামনে,
দেও মোরে ব্যথা।
দিওনা ব্যথা
(সখী) দিওনা ব্যথা।

শুনিবনা তার নাম,
গাহিবনা অই নাম
তুলিওনা অই নাম
খাও মোর মাথা
দিওনা ব্যথা
(সখী) দিওনা ব্যথা।

—*—

অন্বেষণ।

* ৮ *

কে পাখী খাঁচায় বসি
ডাক্ দিস্ দিবানিশি
শুনালি বিষাদ মাখা সকরুণ তান।

কার তরে দিশে হারা
কেনরে পাগল-কারা
প্রাণ মন কার তরে হয় আনচান ;
কাহারে ডাকিস্ পাখী
কে তোর হৃদয় সখী
রূপ-সুধা পানে কার হ'য়েছিস্ ম্লান ।
কার তরে তোর বল
প্রাণ মন টলমল,
কোন মন চোরে প্রাণ করেছিস্ দান ।
বুঝেছি বুঝেছি পাখী
সে তোরে দিয়েছে ফাঁকী
মজায়েছে মজিয়েছে আমারি মতন ।
আমারি মতন একা
দিয়েছিল তোরে দেখা
চলে গেছে কাঁদাইয়ে আমারি মতন ।
আমারি মতন পাখী আমারি মতন ।
তাই হ'য়ে দিশে হারা
খুজিয়া হ'তেছ সারা
আমিও খুজিছি পাখী তোরই মতন ।
তোরই মতন পাখী তোরই মতন ।

—*—

সরস্বতী বিসর্জ্জন স্তুতি।

(কালিঘাট ইন্‌ষ্টিটিউটে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে লিখিত।)

❋ ৯ ❋

যেওনা জননী যেওনা জননী,
যেওনা জননী ভকত প্রাণ।
কুসুম চন্দনে সাজায়ে তোমারে,
নয়ন সলিলে করাব স্নান।
এসেছিলে যদি দীনের কুটীরে,
কেনমা চলিলে কাঁদায়ে প্রাণ।
বড়ই বাসনা জাগে গো জননী,
শুনিতে তোমার বীনার তান।
যেওনা জননী তিমির নাশিনী
জ্ঞানদায়িনী বাণী বিনাপানী।
মিলেছি সবে পূজিয়ে ভাসাতে,
অমল কমল চরণ দুখানি।
জননী আগমে নাচিল ধমনী
জাগিল কতনা পুলক হর্ষ।
মনে হ'ল বুঝি ভাগ্য ফিরিল,
মাতিয়ে আনন্দে পরে একবর্ষ।
ভুলিয়াছি সবে হিংসা দ্বেষ আজ,
এস সবে গাহি মাতার জয়।
কিসের দুঃখ ভাই কিসের দৈন্য,
জননী থাকিতে কিসের ভয়।

কত যে সাধনা তোমার লাগি,
হতাস হৃদয়ে পথে পথে ঘুরি।
বরষের পরে এসগো জননী,
জানিনা ফেলিতে ভকতি বারি।
কেমনে বিদায় দিবগো জননী,
করমা আজিকে করুণা দান।
আবার এদিনে এসগো জননী,
অভাগা সন্তানে করিতে ত্রাণ।
আজি যদি চলিলে জননী এক
ফেলিয়া অসীম গভীরতায়।
কেমনে ঘুচাবো হায় এ দুখ কালিমা
বলে দে মা এ অসহায়।

নিরুদ্দেশ।

* ১০ *

বল'বো কি দুখের কথা,
এ বুক ফেটে যায়।
আমি যারে বড় বাসতুম ভাল;
ষড়যন্ত্রে তার সর্ব্বনাশ হলো;
হ'রে নিতে সুযোগ সুবিধা দিল,
দুতিন বার নাকি বিক্রি হ'লো,
খোঁজ না পাই।

একদিন এক বারবেলাতে
মুখে পায়ে জোরে কাপড় বেধে
কোথায় তারে নিয়ে গেল,
ঠিক ঠিকানা নাই।
যার সাথে সে মেলায় গেল,
মতলব তার মন্দ ছিল।
বাড়ী থেকে কি পরে হরিল ?
না ছিনিয়ে রাস্তায় নিল ?
পাওয়া নাহি যায় ;
কে যে তারে নিল হ'রে ?
রাখলো কি বন্ধ করে ?
বেচে আছে কি মরে আছে,
খোঁজ খবর নাই।
তারে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল,
দোসরা কি তাই প্রেম ক'রলো ?
না পরে প্রলোভনে, ভুলে রৈলো,
তার বিষয় যে মনে হ'লে
অশ্রু চোখে বয়।
থাকতুম যে প্রেমভরে,
দোঁহে সুখে দুঃখে ভামরে,
ভালবাসার অভাবে কি,
এমন হ'লো হায় ?

ঘাটে হাটে মাঠে ও বাটেতে,
বাগান-কুটীরে, দালানেতে,
জিজ্ঞাসিনু লোক দিনে রাতে,
কেউ না কোন খবর রাখে,
বারতা জানায়।
ব'লবো কি দুখের কথা,
এ বুক ফেটে যায়।
নদনদী উপবন,
উপত্যকা প্রস্রবন,
কেউ না কিছু ব'লতে পারে,
একি প্রাণে সয় ?
হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
বল তরু বন, লতা,
আমার প্রাণেশ কোথা,
কে হরিল, কে রাখিল,
পরাণ যে তারে চায়।
দেখা হ'লে ধীরে, ধীরে,
বলিও বাতাস তারে,
তার তরে জন এক বসি,
কাঁদে নিরালায়।
অবাধ গমন তোর,
বল কোথা বধূ মোর ;

স্বাজা কি নিঠুর চোর ?
নিরাশার আঁধারে আমি,
থাকি ক্ষীণ আশায়।
বড় ভাল বাসতুম তারে,
দেখা তার নাই।
কোথায় গেলে পাব তারে,
বুক যে ফেটে যায়।

আগমনী।

* ১১ *

আনন্দের ধারা যেন,
বাংলায় যেতেছে ব'য়ে।
দশভুজা আগমনী,
প্রকৃতি দিতেছে ক'য়ে।
কেহ বিদেশেতে যায়,
যায় কেহ পাঁড়াগায়,
কেহবা স্বস্থানে থাকি,
মাতে পুত্র কন্যা নিয়ে।
কুলু কুলু ধ্বনি ক'রে,
দাঁড়ফেলে জোরে জোরে,
ধাইছে তরণী জলে,
গান গেয়ে যায় নেয়ে।

চলিয়াছে বঙ্গবাসী,
পুলক পরাণ ল'য়ে।
ছোট ছোট ধান গাছ,
বৃহৎ মাঠের মাঝ,
হেলায়ে দোলায়ে কত
পবন যেতেছে ব'য়ে।
ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে,
পাখীগণ তান ধরে,
হাসিছে চন্দ্রিকা রাতে
লাল কিরণ ছড়ায়ে।
রহিয়াছে নরনারী,
আনন্দ মগন হ'য়ে।
সাদা মেঘ জল-ভরা,
ভাসিছে আকাশ-জোড়া,
ধরিয়ে রঙ্গীন আভা,
চাঁদ রশ্মি-জাল পেয়ে।
পেচা হ'য়ে দিশে হারা,
বন্ধ ক'রে ঘোরাফেরা,
বিভোর হইয়া আছে,
উর্দ্ধদিকে চোখ চেয়ে।
সেজেছে প্রকৃতী দেবী,
শরতের বধু হ'য়ে।

বিছানা উপরে উঠি,
অতি কষ্টে বসে রোগী,
এদিক ওদিক চায়,
ক্ষীণ তার দৃষ্টি দিয়ে।
যুবক যুবতী যারা,
নানা সুখে আত্মহারা,
শারদীয় পূজা কথা,
প্রকৃতী দিতেছে ক'য়ে।

-❀-

হরি পূজা।

❀ ১২ ❀

বদন ভ'রে সমস্বরে ভাইরে,
হরি বল হরি বল।
হরি পূজার বয়স কিছু নাই
হরি বল ভাই বল।
পিতামাতা সুতদার,
পুত্র স্বার্থে ব্যস্ত বড়,
টাকা কড়ি ধন দৌলত্,
কি আর সঙ্গে যাবে বল।
মুদলে আঁখি সবই ফাঁকী
পড়ে থাকবে সকল।

যমপুর ও স্বরগ,
প্রেত পাতাল নরক,
পারিজাত বৃক্ষ আর,
মন্দাকিনী নদী বল।
উর্ব্বশী মেনকা আদি যত
নর্ত্তকীর দল।
বৈজয়ন্তে ইন্দ্র ইন্দ্রের
জল ছিটানো ঐরাবতের
যোগী মুনি বা জ্ঞানীজনের,
কল্পনা কেবল।
কোথা হ'তে এসেছ যাবে কোথা,
কে জানে বল।
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম,
যত সদসৎ কর্ম্ম,
কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যাদি,
বাছা শক্ত মন্দ ভাল।
হরি যাতে হয় সুখী,
ক'রে যাও সে সকল।
আলোচাল কলা নৈবেদ্য,
গামছা ঘটি বস্ত্র ফর্দ্দ,
দিলে গায় দেবতা পাষাণ মাটি
ফুল গঙ্গাজল।

পূজা হয়না তার শুধু,
বাজালে খোল করতাল।
মালা জপা তিলক কাটা,
কর্‌'তে পার এটা সেটা,
সংযম অভ্যাস দিয়ে,
ষড়-রিপু বশ করে ফেল।
তা নাহ'লে ও সকল মিছে,
হরি পূজা ব্যর্থ হ'লো।
ধর্ম্ম নরের একচেটে নয়
নর নারীর দুয়েরই হয়,
বাধাবাধি বয়স কিছু নাই,
কর হরি যা বাসে ভাল।
সমস্বরে বদন ভরিয়ে ভাই,
হরি বল হরি বল।
সত্য নিষ্ঠা ও সাধুতা,
ন্যায় পরোপকারিতা,
হরি পূজার উপচার,
তবেই এ পূজা হবে ভাল।
এসব গুণের গুনী হ'য়ে,
জীবন বড় ক'রে তোল।



দুর্গোৎসব।

* ১৩ *

শারদীয় দুর্গা পূজা,
ঘটা হয়ে'ছে ভারি।
নৈবেদ্য বস্ত্র ফল শোভে,
সারি সারি সারি।
গড়েছে প্রতিমা কুমার,
বদনে বুলিয়ে তুলি।
প্রাণ সঞ্চার করে পুরুত,
আউরে মন্ত্রবুলি।
সেজেছে ফটক নিয়ে,
দেবদারু পত্রদল।
দুইটী কলসী পরে শোভে,
ডাব নারকোল।
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য,
মহা আয়োজন।
বালক বালিকা ঘুরে,
করিছে ভোজন।
নূতন পোষাক পরে,
ঠাকুর দেখতে যায়।
পুলকের একটা হাওয়া,
চারিভিতে বয়।

ঢাক ঢোল বাঁশী ঘণ্টা,

বাজিছে সানাই।

কিনিয়াছে জুতা জোড়া

ব্রাহ্মণ রসুই।

দিবা রাত্র রান্নাকরা,

কখন সে পরে।

ঘুমায় বেচারা রাতে,

জুতো পায়ে প'রে।

নানা কাজে ব্যস্ত দাসী,

কখন ভাল সাড়ী সে পরে।

কিনি দিয়েছেন কর্ত্তা বাবু,

হাবরারপোল পেরে।

রাম ক'রেছেন দুর্গা পূজা

শকতি লাভের আশে।

থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে,

সবে রঙ্গ রসে ভেসে।

ক্রোধ রিপু বলি তরে

মহিষ বলি হয়।

রেগে বলে চাকরকে,

কর্ত্তা মারতে যায়।

কামরিপু বলি দেবে বলে,

পাঁঠা বলি দেয়।

বাইজি নাচে মত্ত হ'য়ে,
সুরায় গা ভাসায়।
থালা কাছে বেড়াল দেখে,
লোভী ব'লে মারে।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়,
গিন্নি ভোজন করে।
সন্ধি পূজা পুরুত ঠাকুর,
করে আরতি সন্ধ্যায়।
কর্ত্তা গিন্নি ছেলে মেয়ে ডাকে,
যাতে সবে যোগ দেয়।
বাদ্য যন্ত্রে গলা ছেরে,
ছেলে গান গায়।
"কালা তুমি ছল করি
অবলা মজাও।
বাঁশি তানে এনে বনে,
কেন ফিরে যাও।
ছুটে আসে গোপনারী,
তোমার বাঁশিতে হরি,
ডেকে এনে সরল প্রাণ,
কেন কাঁদাও।
অবোধ রমণী যারা
কেমনে চিনিবে তারা
চতুরতা ছেরে দিয়ে
দরশন দেও।"

ফুলজল বেলপাতা সকলে,
ছোঁয়ে দেবীর গায়।
মাথাঠুকে ঐ ফুল বেল-পাতা,
আশীষ ল'য়ে যায়।
তিনদিন দেবী পূজা,
চতুর্থদিন বিসর্জ্জন।
জাঁক জমক ক'রে লয়ে যায়,
নরনারী গণ।
নিয়ে খালনদী পুকুরেতে,
ডুবাইয়া দেয়।
বিসর্জ্জনান্তে জলের ছিটা,
দেয় সবে গায়।
দুর্গার স্বামী মহাদেব নাকি,
মহাসিদ্ধি খোর।
সিদ্ধির দোকানে মস্ত ভিড়,
সিদ্ধি পাওয়া ভার।
সমবয়স্ক আলিঙ্গিয়ে সিদ্ধি গেলে,
মিষ্টি মুখ করে।
ছোট নমস্কার করে বড়দের,
মিষ্টি খাবার তরে।
সিদ্ধি খেয়ে ভূত হ'য়ে
সধবা কপালে পরে।

অধরা বিধবা তাই দেখে,
মন গুমড়ে মরে
স্বামী স্ত্রীকে বলে প্রিয়,
তুমি ম'রো আমার পরে,
স্ত্রী কহে তা হবে না,
তোমায় ম'রতে হবে পরে।

হরণ কাহিনী।

* ১৪ *

বল বল বল প্রিয়ে বড়ই ব্যাকুল হিয়ে
আস্তে ধীরে হরণ কথা কর বর্ণণ।
প্রকৃত ব্যাপার আমি করি নিরূপণ।
প্রাচীরের আছে কান করিলে কথা শ্রবণ
ব'লেছো বলে হয়তো করিবে পীড়ন।
কিম্বা নির্য্যাতন ষড়যন্ত্রকারীগণ।

* * * *

(কিছু দিন পর সব করিয়া শ্রবণ)
প্রকাশিলে তুমি যাহা প্রায় সব সত্য তাহা
জেনেছি করিয়া যাহা খবর সন্ধান।
বলিব তোমারে তাহা শুন দিয়া মন।

মুসলমানে হরিল   সুযোগ সুবিধা দিল
পাওয়া গেল আম্রবৃক্ষতলে শয়ান।
গামছা ভিজা জল দেয়, করি সন্ধান।
চক্রান্ত ক'রে তোমায়   দরওয়ানী মেলায়
নিয়ে গেল বিক্রয় করিতে একদিন,
মুখে পায় বস্ত্র বেধে করিল হরণ;
(ফিরায়ে তাহারা দিল   বাড়ীতে না স্থান দিল
গ্রাম থিকে তাড়াইল পিতা পরিজন,
আমাকে কিছুনা তারা করিল জ্ঞাপন;)
কুমার শচীন্দ্র এনে   রাখে এখানে সেখানে
মুসলমান রতনবাড়ী (আর) নানা স্থান,
কলিকাতা, কৃষ্ণকালী ধামে (দিয়ে) প্রলোভন;
টাকা কি বস্তু ভীষণ   করে অসাধ্য সাধন
চক্রান্তে মিত্রের দলে দিয়ে যোগদান;
বন্ধুত্বে হ'লো অতুল ! কলঙ্ক রোপণ,
ত্যাগ করিয়াছি প্রিয়ে   বলিল তোমারে গিয়ে
চাকরি নাশ চক্রান্তে (লোভে) দিলে যোগদান;
বদলায় ষড়যন্ত্রে (হেন) অনেকের মন।
নৌকা যোগে বেড়াইলে   মাঝে দিবা রাত্রিকালে
এবিষয় আমি কিছু জানিনা তখন।
ব্যস্ত বড়ই চাকরি আহরে ভীষণ।
কৃষ্ণকালী ধাম হ'তে   নিয়ে গেল একরাতে

রাজার ইঙ্গিতে হরিল সাহেবগণ,
বন্ধ রাখে আলিপুরে কুটীরে বাগান,
বিবিধ চিঠি লিখালো পরে ফিরাইয়া দিলো
ঘুচাতে এ অপবাদ দেয় প্রলোভন;
ভাঙ্গিল জনরবে মন, করি সন্ধান।
বিশ্বাস করিনা আমি বেড়িয়ে গিয়েছো তুমি
দোষ ঢাকিতে বলে তারা দুএকজন।
নিলফামারি হতে আনি, হয় মিলন।
তব পিতৃকুলাদেশে তথাপি চাকরি নাশে
অফিসের লোক যোগাযোগে, দেওমন।
একলঙ্ক কোন কালে হবেনা মোচন।

যুদ্ধ।

* ১৫ *

চলরে চল চলরে চল,
প্রতিযোগিতায় চল
হার জিতে লাজ নাই,
বিদ্যা বুদ্ধি গুণ নিয়ে চল
গরীব হ'য়ে যুদ্ধে জেতা
ক'রে নানা প্রতিযোগিতা

সংসারে বড় শক্তভা,
হারিয়ে দেয় ধনীর দল।
গরীব নাকি থাক্‌বে গরীব,
চেষ্টা করা নিষ্ফল।
হিংসা দ্বেষেতে বুক ভরা,
বড় হ'তে দেয়না তারা,
নানা ভাবে দেয় বাধা,
করি ছল বল ও কৌশল।
চল'বে কি ঐ ধারা ক'রে,
গরীব জীবন বিফল ?
কেউ কিরে চাপ্‌তে পারে ?
অনেকে বটে চেষ্টা করে,
প্রতিভা বহ্নি জ্বলিলে তারে,
বাধা দেওয়া নিষ্ফল।
ছড়িয়ে পরে চতুর্দ্দিকে চল,
প্রতিযোগিতা চল।
প্রতিদ্বন্দ্বী আহবে হারা,
কেন থাক্‌বি জ্যান্ত মরা,
থাকুক তাদের অর্থ ক্ষমতা,
কর হিংসুক কাল।
দরিদ্রের সহায় ভগবান,
তিনি তোর সম্বল।

অসাধু সাধু অর্থ জোরে,
মূর্খ জ্ঞানী ভব মাঝারে,
পাপী ধার্ম্মিক নাকিরে ?
অর্থ ই কাম্য বস্তু কেবল।
টাকা থাকলেই মানুষ,
হউক লম্পট বা খল।
প্রতিযোগিতার যুগ এবে,
যুদ্ধে খাদ্যের যোগাড় হবে,
সোজা নয় অবস্থা উন্নতি করা,
এ যে কলিকাল।
জীবন যুদ্ধে চলরে,
বিদ্যা বুদ্ধি গুণ নিয়ে চল।
কষ্ট পেলে নাহি ভাবনা,
সৎপথ কভু ছারবি না,
না হয় তুই থাকবি গরীব,
বলে মন্দ কপাল।
সচ্চরিত্র, সাধু, জ্ঞানী হ'য়ে,
কাটবে জীবন কাল।
যতদিন এ ধরায় রবে
যায় না বলা কেমন হবে,
দেহত্যাগের দিনেও তুই,
ক'রতে পারিস্ ভুল।

সকল মর্য্যাদা মলিন হবে,

গুটাই হবে কাল।

যে ভাবে রাখেন প্রভু,

কষ্ট যদি পাও কভু,

সন্তুষ্ট থাকিবে তবু,

রেখোনা মনে পাপ জঞ্জাল।

ক'রে যাও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভবে,

যা হোক্ তার ফল।

*

পাগল।

* ১৬ *

কে তারে পাগল বলে ওরে

পাগল বলে তারে।

হিংসা দ্বেষে নহে ভরা,

পরহিতে আত্ম হারা,

ক্ষতি কোন ক'রে না সে,

নির্য্যাতন করেনা কারে।

কে তারে পাগল বলে ওরে,

পাগল বলে তারে।

ক্ষমতা প্রয়াসী নয়,

নাহি তার কোন ভয়,
আত্মপর ভেদাভেদ নাই,
ভাল বাসে সবারে।
কে তারে পাগল বলে ওরে,
পাগল বলে তারে।
প্রাচীন পদ্ধতি কোন বদলে দিলে
কিম্বা কারো মতের সঙ্গে না মিলিলে
তর্কযুক্তিতে না পেরে,
কেন পাগল বলিস্‌রে।
কে তারে পাগল বলে ওরে,
পাগল বলে তারে।
তার সাধুতা চরিত্র দেখে,
ইচ্ছা করে রাখি বুকে ঢেকে,
রক্ষা করি প্রাণ দিয়ে হ'তে
বিপদাপদে তারে।
কে তারে পাগল বলে ওরে,
পাগল বলে তারে।
তাহার জ্ঞান অভিজ্ঞতা
অনেকেরই নাই যেতা
বুদ্ধি বিবেচনা দেখে যে,
অবাক হ'য়ে যাইরে।
কে তারে পাগল বলে ওরে,

পাগল বলে তারে।

মানুষ হ'তে লাগে যাহা
সবই তার আছে তাহা
বড় দুখ যাতনা বুকে
তাই অমি ঘোরে ফেরে।

কে তারে পাগল বলে ওরে,
পাগল বলে তারে।

আয়ের পথ যেটুকু ছি'ল
জোর ক'রে বন্ধক'রে দিলো
টাকা অভাব হ'য়েছে বলে কি,
পাগল হবেরে ?

কে তারে পাগল বলে ওরে,
পাগল বলে তারে।

ভিখারী কাঙ্গাল যারা
পাগল কি সবে তারা
সবায় দোষ ঢাকিবি তারে,
পাঠায়ে যম দোরে।

কে তারে পাগল বলে ওরে,
পাগল বলে তারে।

হেরি একি ব্যবহার,
কি আর বলিব আর,
অতি ঘৃণিত অতীব নীচ,

যন্ত্রণা দেয় তারে।
কে তারে পাগল বলে ওরে.
পাগল বলে তারে।
হানে অত্যাচার বাণ
করে নানা অপমান
দূর্ দূর্ করে কেহ,
মরলে বাচে হাঁফ ছেরে।
কে তারে পাগল বলে ওরে
পাগল বলে তারে।
পাগল হাওয়া ক'রেছে যারা,
সবাই অর্থ গর্ব্বে মত্ত তারা,
ধনী ধনাহঙ্কারে বলে,
"পাগল করিয়া দেরে"।
কে তারে পাগল বলে ওরে,
পাগল বলে তারে।
তাহাদের নাকি মান থাকে না,
মানুষ হ'তে কিছুতে দেবে না,
মান সম্ভ্রম কাকে বলে
ব'লবে কি তারা তারে?
কে তারে পাগল বলে ওরে,
পাগল বলে তারে।
বেশ ভাল মানুষ সেজে

জ্ঞানময় কথা কয়যে
এমন ঈশ্বর ভক্তি কোথায়
দেখেছিস্ কিরে ?
কে তারে পাগল বলে ওরে,
পাগল বলে তারে।
কাহারে কিছু সে বলে না,
বাজে কথায় সে থাকে না,
এমন লোকের ও শত্রু থাকে,
হায় দুনিয়ারে।
আপদ বালাই যে যদি হয়
অন্নাভাবে যদি মরিতে হয়
আমরা বাচিয়া কি করিব,
এ বয়সে স্থবিরে।
কে তারে পাগল বলে ওরে
পাগল বলে তা'রে।
দেখিলে প্রাণেতে হয়
বড় দুখ ক্ষেদ হয়,
মানুষ অমন দেখিনা,
পাগল বলিস্ নারে।
এই সৃষ্টি ভাল দুনিয়াটা
যত ভেবেছি নয় ততটা
ঘৃণা হ'য়েছে লোক চরিত্রে,

ভাল কিছু লাগে নারে
তার মত পাগল হ'ব,
পাগল করিয়া দেরে।

নির্দ্দোষী

* ১৭ *

আশ্চর্য্য ষড়যন্ত্রে করে,
দেহ ও মন বিষম জ্বালা
চলিছে রগড়, মজা, গোলমাল,
জীবন নিয়ে খেলা।
বাতাসের ঢেউ উঠিছে পড়িছে
নিদ্দোষী ও দোষী পলকে হইছে
অফিস্ মাঝারে কত সে ভাঙ্গিছে,
ঘর করিয়ে আলা।
বিষাদ কালিমা বদনে ভাসিছে,
জনম দুখীরে দেখিয়া হাসিছে,
প্রাণের ব্যথা কেহ না বুঝিছে,
বড় অসহ্য এ জ্বালা।
অনেক মন হেলিছে দুলিছে,
এক সন্দেহের দোলা
ষড়যন্ত্রে বুদ্ধি যাহারা এটেছে,

বিচারে তাহারা কেহনা বসেছে,
নানা ভাবে দুখ যন্ত্রণা দিয়া,
চলে বিচারের পালা।
অফিসের যে ডিসিপ্লিন থাকেনা,
কি করিবে উপায় ভেবে পায়না,
কোন কথা নাকি তার শুনিবেনা,
কানে দিয়েছে তুলা।
নানা জনের নানা কথা শুনে,
কান হ'লো ঝালাপালা।
সবাই তাহারে নির্দ্দোষী বলিছে.
ষড়যন্ত্র সকল ধরা পরেছে,
হাসে নাচে কেহবা কাঁদে, বলিছে
পলারে তুই পলা।
বিনা দোষেতে সাস্‌পেণ্ড ক'রলে
বিনা কৈফিয়তে ডিসমিস্‌ হ'লো
আপীল আবেদন না শুনিল,
ক'রে পরামর্শ সলা।
চাকরীর ইতিহাস হ'লো,
অবিচার কলঙ্কে কালা

—

প্রত্যাখ্যান।

✲ ১৮ ✲

কত বেলা গেছে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, দিন বিভাবরী।
আমোদ ও প্রমোদ সুখে, কত দুখ অশ্রু বারি।
কত ব্যথা হাসি কান্না,
বিবিধ ক্ষেদ যাতনা,
হৃদয়ে জাগিছে নিয়ত, বুক তোলপাড় করি।
এমন সময় এসে,
শনিবার দিন শেষে,
দিলে সহসা দেখা, একুশে জুন নিলফামারি।
কথার জবাব দিয়ে,
প্রাণমন কাঁদাইয়ে,
যেন এস্ত হ'য়ে কার ডাকে গেলেমোরে ছাড়ি।
গিয়েছিলে না ব'লে পুনঃ রহিলে বাপের বাড়ী।
আসিতে সাথে চাহিলে,
প্রত্যাখ্যান না করিলে,
হয়তো জীবন ঘটনা বলী যেতো সব ঘুরি।
দেখি নহি ঘরে বাহিরে,
রেখেছিলো কি বন্ধ করে?
কিছু দূরে, হাত ধরে বা ডেকে নিয়ে অন্য বাড়ী?
আরতো এলেনা ফিরিগো, আরতো এলেনা ফিরি।
তোমার মন ক'রে ভারি,

ঝুনু ঝুনু বাজায়ে চুরি,
।ই আসি ব'লে চ'লে গেলে, দেখা দিলেনা ফিরি।
(সেদিন রাতে দেখা দিলেনা ফিরি।)
আর সাথে দেখা হ'লো না,
কথা ছিল বলা হ'লো না,
এলেনা ফিরি, পরদিন আরতো এলেনা ফিরি।
আরক্ত সূর্য্যাস্ত রাগে,
কে যেন গো ছবি এঁকে,
দিল, দুখ দগ্ধ হৃদি পটে, তুলি দিয়ে আমারি।
চ'লে গেলে সন্ধ্যা আগে, আর দেখা দিলেনা ফিরি।
ছেরে দিলে তুমি মোরে,
স্মৃতি গুলি নাহি ছারে,
কতব্যথা দিয়ে কাঁদায়ে, তারা যায় ঘুরি ফিরি।
জানিনা ভুলিব কবে, আসে ভাবনা সারি সারি।

*

অশ্রু।

* ১৯ *

বিদায় দিয়েছি তারে শুষ্ক নয়নের জলে।
অব্যক্ত ব্যাদনা এক সারা অঙ্গে গেল খেলে।
মনের অবস্থা কায়া কেমনে বুঝাব তাহা,

কত যে বিষাদ দুখ জেগে দেহ গেল জ্বলে।
হাহুতাসে হাহাকারে শোক-ভরা বুক চিরে,
ক্রন্দন কল্লোল এক দশদিকে গেল খেলে।
বিদায় দিয়েছি তারে, জানিনা কি আছে ভালে।
কাঁদে যেন প্রজাপতি আর জন্তু পক্ষী আদি,
প্রকৃতি ফেলিল অশ্রু দেখা গেল কলে ফুলে।
সে ত্যাগের গুপ্ত কথা, লিখিল লেখনী গাঁথা,
গাহিল মানস পাখী শোকধ্বনি হৃদি বিলে।
ভীষণ চক্রান্ত নীচ দিল এক অগ্নি জ্বেলে।
অদ্ভুত ঘটনাগুলি কি এক তরঙ্গ তুলি
মনমাঝে দিল যেন অশ্রুবারি কল খুলে।
মায়াহীন ব্যবহার কলঙ্ক নীচতা তার
অবশেষে দীর্ঘশ্বাসে অমনি তা নিবারিলে।
ছাপিল যন্ত্রণা চিহ্ন দেহে শুষ্ক অশ্রুজলে।

—*—

যাচনা।

* ২০ *

দেখা দিয়ো করি যাচনা,
মাঝে মাঝে দিয়ো দেখা, প্রাণ সখা,
নয়ননীরে ভাসায়ো না।

দিদৃক্ষা আমার তুমি যে দয়িত,
ঘুচাও হে ব্যথা হৃদয় পীড়িত,
করহে শীতল পরাণ তাপিত,
দেখা দিয়ে করি কামনা।
আপন ও পর সবারে চিনেছি,
সংসারের প্রেম ঘাটিয়া দেখেছি,
ভিতর বাহির বিভিন্ন প্রকার,
এই কথা সার বুঝেছি।
অশুদ্ধ অপবিত্র দয়া বিহীন,
বঞ্চনাময় নর নারীর মন,
তুমি শুধু এস প্রাণে শান্তি দিয়ো,
দূরে যাবে সব ব্যাদনা।
দুখ ক্লেদ মোর হোক অবসান,
এ সংসারে মন চাহেনা।
স্বার্থশূন্য প্রেমে হেসেছি কেঁদেছি,
স্নেহের বাঁধনে কতরে বেধেছি,
সে স্বরগের প্রেম পূত পবিত্র,
বৃথা ভালবাসা ঢেলেছি।
বিরাগ বিতৃষ্ণা হইয়াছে প্রেমে,
তোমারে এ প্রাণ সঁপেছি!
মনে বড় জ্বালা, চাহি প্রেম আলা,
বেশী কিছু আমি চাহিনা।

মাঝে মাঝে দেখা, দিয়ো মোরে সখা,
হাসিব, আর কাঁদিব না।

গৃহখানি।

* ২১

এই সেই গৃহখানি এই সেই ঘর।
প্রেম, হাসি, কান্না, সুখ, দুখের আকর
শিশু প্রসবের তরে নিলফামারি প্রিয়ারে
রাখিল, পরে ঘটিল হরণ ব্যাপার।
পৃথক হইয়ে এনে (যেথা) করে নিয়ে ঘর।
কতদিন এল গেল দুখ রাতি পোহাইল
সম্ভাবনা হ'লো কত বড় চাকুরির।
করিল চাকরি সমর বাঙ্গালী বীর।
মহান হৃদয় ল'য়ে কত আশা বুকে নিয়ে
যাইত অফিসে আবার ফিরিত ঘর।
দাঁড়ায়ে গৃহ ঐ প্রকাশে কাহিনী তার।
অতীত অপূর্ব্ব কথা পথিকেরে দেয় ব্যথা
খ্যাত আপীল হয় ডিস্‌মিসের পর।
ঘটালো বিচ্ছেদ করি ঘোর অবিচার।

আশীষ।

* ২২ *

আশীষ দেওহে জগৎ পিতা
মোরে আশীষ দেও।
ভক্তি প্রেম পুষ্পাঞ্জলি পিতা,
তুমি আমার লও।
কাম ক্রোধ লোভ আদি
হিংসা দ্বেষ ভয় যদি
বিরাজ করে শক্তি তাদের
তাড়াইবার দেও।
অস্পৃশ্য মূর্খ গরীব প্রতি
ঘৃণাবজ্ঞা কভু ক'রে থাকি,
ধন গর্ব্ব খর্ব্ব করি দিয়ে,
দরিদ্র করি লও।
মানুষের দোষ হবেই হবে
ক্ষমা নাহি করিলে কে করিবে
বিবেক বাণীর ভিতর দিয়ে
ভাল করি লও।
পিতা তোমার এবিশ্ব মাঝে
দশের দেশের নানা কাজে,
আমারে কি কর'তে হবে কও,
কানে কানে কও।